স্মারণিক - ২০০০ - ২০০১

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উৎসব কমিটি

উমরপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়,

আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

''এ পথে আমি যে....''

ডঃ অভিজিৎ গুহ

বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে সম্পাদক মহাশয় আমাকে মোট উনপঞ্চাশ মিনিট সময় দিয়েছেন স্মারক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখবার জন্য । অসম্ভব প্রায় এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি নি, কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসেছে আজ্ঞাবহ প্রাক্তন ছাত্র,মায়ার ভার এমনই ।

সম্পাদক মহাশয় শিক্ষা, বিদ্যালয়, অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে লিখতে বলেছেন । শিক্ষা নিয়ে কিছু দিন আগেই এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছি আগরপাড়া 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মঞ্চ' কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৮ সনের শারদ মুখপত্র 'সম্বোধি'-তে । ২০০০ সালের 'সম্বোধি'-তে লিখেছি আগামী শতকের কথা। আগ্রহীদের এই প্রবন্ধ দু'টির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । এখানে অবসর শুধু সংক্ষিপ্ত স্মৃতিরোমন্থনের।

বহুদিন হল আমার বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয়েছে । তবু এখনো অনেক স্মৃতি অত্যন্ত উজ্জ্বল । এই কিছুক্ষণ আগেই যেন জয়ন্ত স্যার বোর্ডে অসামান্য নিপুণতায় জীবন বিজ্ঞানের জটিল ছবি এঁকে ঘণ্টা পড়লে অক্লেশে সে শিল্পকলা মুছে দিয়ে ফিরে গেছেন ছাত্রকুলকে মোহিত করে । এখনো ছুটিতে বাড়ী গেলে স্কুলে অন্ততঃ একবার যাই । পুরোনো মাষ্টারমশাইরা আদর করে কথা বলেন, এমনকি আমি স্কুলে পড়বার সময় যে মাষ্টারমশাই দিদিমণিরা ছিলেন না, তাঁরাও ।

ছাত্রাবস্থায় আমাদের অন্যতম প্রধান গর্ব ছিল বিদ্যালয়ের অতি প্রশস্ত মাঠ । স্থানীয় অন্যান্য স্কুলের বন্ধুদের উপর টেক্কা দেবার জন্য বলতাম--'আমরা তো স্কুলের মাঠেই ক্রিকেট খেলি' । মানব সভ্যতার বিস্তার যেমন অরণ্যকে হারিয়েছে, তেমনি ইট ও পাথরের উন্নয়ন আমাদের সেই খেলার মাঠকে সংকুচিত করতে করতে নগণ্য করেছে । আমার বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণী খুলেছে, মেয়েদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমানাধিকার পেয়েছে --এতে আনন্দ হয়েছে । কিন্তু সে স্বপ্নের মাঠ গেল মুছে এ বেদনা বড় তীব্র হয়ে বাজে । ঘাসফুলহীন কংক্রীট, ক্রীড়াহীন কৈশোর, শৈশবহীন প্রজন্ম, বিরতিহীন পঠনমারণ---একদিন চড়াই পাখিও আর এক্কা-দোক্কা খেলবে না ।

তবু বিদ্যালয়ের সাথে এই যে দীর্ঘ যোগাযোগ তা বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ঘিরে নয়, মানুষদের ঘিরে । পরিচিত বহু মাষ্টারমশাই এখন নেই । অনেকে জীবিতই নেই-- যেমন আমার সময়ের হেডস্যার, কুণ্ডু স্যার, রমেন স্যার, 'কেডি' স্যার (কৃষ্ণলাল দে) । অনেকে অবসর নিয়েছেন--যেমন পরেশ ভট্টাচার্য্য, সুহৃদ ভাদুড়ী, অজয় দিন্দা, বীরেন্দ্র বিক্রম ভট্টাচার্য্য । ধৈর্য্যের জীবন্ত রূপ, বড় ভালো অঙ্কশিক্ষক মুরারি মোহন মিত্র চলে গিয়েছেন অন্য বিদ্যালয়ে । অনেকে অবসরের দোরগোড়ায়-- যেমন মনোজ স্যার, দিলীপ স্যার (বসু) । কেউ কেউ আছেন যাদের শরীরে সময় যেন থেমে আছে--ধীলন বাবু, সমীর বাবু, জগন্নাথ বাবু (হালদার) । এঁদেরকে কুড়ি বছর আগে যেমন দেখেছি, আজও তেমন। সমীর স্যার এখনও একইভাবে আন্তরিক হেসে বলেন--''তোর সময়, অভিজিৎ, এই ঘরটা

ধ্বংস কাঁটার চুম্বনে ভরা, রিক্ত পথের গান
গাইব না আমি, গাব আসন্ন বসন্তের জয়গান।—খেয়াল কানপুরী

ক্লাস ফাইভ এ-সেকশন ছিল । তুই এই বেঞ্চটায় বসে থাকতি ।"এঁদের দেখে বোঝা না গেলেও হয়ত একদিন ফস্ করে শুনব সময় যে এগিয়ে গেছে তার খবর । আমার চেনা মাষ্টার মশাইরা সবাই চলে গেলে আমার ছোটোবেলার স্কুল অপরিচিত লাগবে, দ্বাররক্ষক প্রবেশাধিকারের প্রশ্ন তুললে কোন গ্রাহ্য কারণ দেখাতে পারব না, একথা ভাবলে কষ্ট লাগে । বিভক্ত জার্মানীতে ব্রান্ডেণবার্গ গেটের কাছে এক জার্মান ভদ্রলোককে কাঁদতে দেখেছিলাম । উনি রোজ বিকেলে চেক পয়েন্ট চার্লিতে পশ্চিম জার্মানীর সীমানায় ওয়াচ টাওয়ারে উঠে পুবের দিকে তাকিয়ে থাকতেন অপলক চোখে ।

রমেন স্যারের মৃত্যুতে আমি স্কুলের ম্যাগাজিনে এক লম্বা, অভূতপূর্ব প্রবন্ধ লিখেছিলাম (দুঃখের বিষয় আমার কাছে এর কোন কপি নেই) । বেতের কঠোরতা অমন দীর্ঘ করুণ রসে বেতের ফলের ব্যথিত বিষণ্ণতায় দ্রব করে দেওয়ায় সাড়া পড়েছিল । মেয়েদের স্কুলের দিদিমণিরাও আমায় ডেকে প্রবন্ধটার উল্লেখ করেছিল । দিন্দা স্যার বলেছিলেন--"অভিজিৎ, এমন একটা প্রবন্ধ লিখবি কথা দিলে মরে যেতে ইচ্ছে হয় ।" এখন মাঝে মাঝে মনে হয় হয়ত আমিই বসে আছি খেয়াপারে, খেয়ায় তুলে নিয়ে গেলে হয়ত 'পথের পাঁচালী'র পুকুরে পতঙ্গের পদসঞ্চারণে যেটুকু তরঙ্গানু সৃষ্টি হয়েছিল সেটুকু আলোড়নও জাগবে না জগতের বুকে ।

ক্লাস নাইন-টেন । ফুলপ্যান্ট পরবার সময় । গোঁফের আভাস । টীন-এজের মধ্যগগন । তবু আমার রক্তের গতি দ্রুত হয়নি । অলস 'ভালো ছেলে', প্রচণ্ড ঘুম কাতুরে । একদিন নতুন তৈরী এগারো-বারো ক্লাসের দিদিরা মাসীকে দিয়ে আমায় ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদের শ্রেণীকক্ষে । গিয়ে শুনলাম কোনো কাজ নেই, শুধু আমায় দেখবার জন্য ডাকিয়ে আনা হয়েছে । সম্মিলিত দৃষ্টির সামনে ভীরু আমি লজ্জায় সিঁটিয়ে গিয়েছিলাম । কিন্তু আজ জানি "যাঃ" বলে ছুটে নিজের ক্লাসে পালিয়ে আসবার সময় সমবয়সী মেয়েদের (গার্লস সেকশনের) আগ্রহান্বিত নৈকট্যকে সংকোচে পাশ কাটিয়ে যাবার সময়ও সেই নিরুদ্দেশ্য ভালোলাগাটা হয়েছিল । 'আমার তখন নবম শ্রেণী/আমার এখন শাড়ী...'--জয় গোস্বামীর কবিতা অনেকদূর এগিয়েছে । আমার টীন-এজের ডোবায় কোনো ঢেউ ছিল না ।

দরকারী পড়ার কথা মনে রাখতে পারি না বলে সর্বদা হা-হুতাশ করি, অথচ কত peripheral কথা তরতাজা থাকে মনে । শনিবারের এক অলস বিকেলে ইষ্টবেঙ্গল-এরিয়ানের খেলার রিলে শুনছিলাম রেডিওতে । হঠাৎ পাশের বাড়ীতে হইচই শুনলাম --'গেজেট বেরিয়েছে' । জ্বরে অসুস্থ দিদিকে টেনে তুলে রেলস্টেশনে ছুটেছিলাম দুরু দুরু বুকে । অপু-দুর্গার রেলগাড়ী দর্শনের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালাভের জন্য নয়, আধ-ভাঙা পিচের রাস্তা পার হয়ে এক দৌড় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিধান জানতে । ক্লাস টেনে 'বিশপ্স ক্যান্ডেলস্টিক্স্'-এর এক প্রশ্নের মনোমত উত্তর বলতে না পারায় হেডমাষ্টারমশাই বলেছিলেন--"পাশ করবার ইচ্ছা নাই?" ছিল, তখন আমাদের অঞ্চলের স্কুলগুলোতে ফার্ষ্ট ডিভিশন পাওয়া সর্বোচ্চ রেজাল্ট বলে গণ্য হত । আমারো সেটুকু যেন হয় এই আর্তি ছিল । স্টেশনে যাবার পথে দিদির হাত চেপে ধরেছিলাম । পরের দিন অর্থাৎ রবিবার সকালে

দিদি নিয়ে গিয়েছিল হেডমাষ্টারমশাইর বাড়ীতে। প্রণাম করতে মৃদুভাষী মাষ্টারমশাই মাথায় হাত রেখে শুধু বলেছিলেন--" Well done, my boy।"

টেষ্ট পরীক্ষা হবার পরের তিনমাস নিয়মিত স্কুলে যেতে হত । বিশ্বনাথ স্যারের কাছে ব্রতচারীর ট্রেনিং নিতে । যত্ন করে শেখাতেন । বাড়ী ফিরেও অনুশীলন করতাম গলার স্বরের ঝোঁকের সাথে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সমতাকে নিপুণ করতে । 'চালাই কোদাল কুড়ুল' বলে বাথরুমে ও ঘরের বিভিন্ন পজিশনে সে জগঝম্পে বাড়ীর লোকেদের নিদারুণ অবস্থা । দোকান থেকে ছোলার দড়ি কিনে হাতের চামড়া তুলে বোনা পাপোশ পেতেছিলাম সিঁড়িঘরের মুখে । পাড়ায় ঘুরে ঘুরে নিষ্ঠাভরে সেনসাস করেছিলাম । দু'একজন এতে বাবার কাছে গুঞ্জন করেছিল--"ঘরের কথায় ওর কাজ কি ? আমার বৌ কি পাস একথা জিজ্ঞেস করে কেন?" পরীক্ষক খাতা ফেলে দিয়ে বলেছিলেন--"এতো সিলেবাসেই নেই ।" আমায় ধমকেছিলেন--"তোমাদের জলে গন্ধ কেন ?"--এখনকার দিনের পড়াশুনোয় এ রোমাঞ্চ নেই । ওং তিড়িং বিড়িং তি তস্ অস্তির rigour- কেও ছেঁটে ফেলা হয়েছে।

কিছুদিন আগে জয়ন্ত স্যারকে একটি দরকারী বই পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম । স্যার ক্লাস ইলেভেনে পড়াচ্ছিলেন । আমায় দেখে পরিচয় করিয়ে দিলেন--"এই যে ছেলেটিকে দেখছ.....।" আমি পাথরের মত হাত সামনে জড়ো করে দাঁড়িয়ে ছিলাম সঙ্কুচিত হয়ে । হঠাৎ স্যার এমন এক গল্প বললেন যে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম । আমি কোন্ এক নীচু ক্লাসে পড়বার সময়ের গল্প। স্যার বলছিলেন, "আমি সূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে প্রশ্ন করেছিলাম এরা এইভাবে থাকছে কি করে, পড়ে যাচ্ছে না কেন ? হঠাৎ পিছন দিক থেকে একটি লাজুক ছেলে কুৎকুতে চোখ করে বলল-- 'স্যার, পড়বে কোথায় ?"..... এই সেই অভিজিৎ ।" স্কুল থেকে ফিরবার পথে এক কিশোরের সেই অদ্ভুৎ প্রশ্ন এবং এক মাষ্টারমশাইর অতি দীর্ঘ সময় পরেও তা মনে করে রাখার ব্যাপারটা আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ।

এখন দেশে চালচলন ও আত্মদামামার যুগ পড়েছে । আমার দীন পোষাক ও কাঁধের সনাতন ঝোলা দেখলেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মাষ্টারমশাই আমায় বলেন---"অভিজিৎ, তুমি কি পাল্টাবে না ?" মনে মনে বলি--"কি করে পাল্টাই, স্যার? টালির বাড়িতে ঝড়ের রাতে মা এক শিশুর উপর উবু হয়ে বসে সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা করছে । হেরিকেনের মৃদু আলোয় দেওয়ালে বহু দীর্ঘ ছায়া । কিছু ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙে ।" টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা পড়ার আগেই কেডি স্যার ক্লাসের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, ঘণ্টা পড়লেই যেন পড়ানো শুরু করতে পারেন । স্যারের শালে অনেক ছিদ্র দেখেছিলাম একদিন, অবসরের পর টাকার খোঁজে এসেছিলেন । পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউটনের কলেজ থেকে থিসিস জমা দিয়ে এসে মনে পড়েছিল প্রাথমিক স্কুলের কথা--টিনের চাল, মাটির মেঝে ও বৃষ্টির ছাঁট । ঝরঝরিয়ে কান্না । কেন এত জলস্রোত ? বাঁধনহীন ? সত্যি কি সেই শিশু বিদ্যাপীঠের ছেলে এই মাত্র জমা দিয়ে এল ? চিমটি কেটে পরীক্ষা করেছিলাম রক্ত মাংসের সত্যতা ।

"ব্যথার সাধনা কখনো কখনো/অরুপ শান্তি দেয়,
হৃদয় মাঝারে আনন্দ ধারা/অশ্রুর রুপ নেয়"।—সার সার সালানী

কলম ধরে রাখলে স্মৃতি এমন বহু বিচিত্র পথে ছোটাবে । ভুলে যাই নি । তাই এবারে অসংলগ্ন উপসংহার ।

স্কুলে এখন যে সমস্ত ভাইবোনেরা পড়ছে তাদের সকলকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তোমরা একদিন নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখবে, সুখী হবে, এই আশা রাখি । আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে তার থেকে বলি ঃ

(১) বিদ্যালয় শুধু মুখস্থ করবার ও নম্বর পাবার স্থান নয় । চিন্তা করতে শেখা, চরিত্র ও আর্দশ গঠন করা এবং জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহের জায়গা ।

(২) সর্বজনীন শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয় । নিজেদের ভার বহন করতে পারা এবং ভবিষ্যতের দায়িত্ববান নাগরিক হবার জন্য প্রত্যেক কিশোর কিশোরীকে বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।

(৩) শুধু অন্যের দোষ ধরা আর অন্যকে দায়ী করার স্বভাব না করেও, প্রত্যেকে শুধু নিজের কাজটুকু মন দিয়ে করলেই অনেক সমস্যা দূরীভূত হয় । পারলে তোমরা তোমাদের কাজ নিষ্ঠাভরে কোরো ।

(৪) দীনকে মর্যাদা দিও, অকৃতীকে হেয় কোরো না ।

(৫) স্থানকালপাত্রের যোগাযোগ না হলে অনেক সময় স্বীকৃতি বা সাফল্য পাওয়া যায় না, একথা সত্যি । কিন্তু সাফল্য স্থায়ী করতে হলে সত্যিকারের বড় হতে হবে । কখনো, কোনো কিছুতে, নিজের quality-র শীর্ষ পরিত্যাগ কোরো না ।

ভালো থেকো । তোমাদের সকলের মঙ্গল হোক এই কামনা রইল । তোমাদের সর্বাঙ্গীণ নিষ্ঠায় ও মাষ্টারমশাইদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আদর্শ স্কুল শিক্ষাবিস্তারে ও মানুষ তৈরীতে উজ্জ্বল হবে এই হোক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তি উৎসবের মূলমন্ত্র । যে স্বেচ্ছাসেবীরা বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো পুনর্গঠনে ব্রতী হয়েছে তারা আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ ।

"স্বপন দুয়ার খুলে এস
তরুণ আলোকে
এস মুগ্ধ এ চোখে।
ক্ষণকালের আভাস হতে
চিরকালের তরে ...."